Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 270 - 277
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 270 - 277
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

উওর-পূর্ব ভারত তথা আসামের সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পকার মিথিলেশ ভট্টাচার্য : জীবন ও সাহিত্য

পলান সাহা
অতিথি প্রভাষক
মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ
Email ID : Palansaha607@gmail.com

Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
North East, Barak Valley, Brahmaputra Valley, Meghalaya, Short Stories, Mithilesh Bhattacharya, Separation of country.

Abstract
Mithilesh Bhattacharya is a short story writer whose name is associated with special importance in the world of Northern and Eastern Bengali literature. He is a very socially and economically conscious writer who is sensitive to the environment. He has been regularly practicing short stories since the sixties and his writing is clear and reflective. His contemporary money, social environment, financial depression, moral decay, the turbulent environment of Assam, the struggle for life, etc. have come up in his stories. The context of his stories is basically the Barak Valley, his stories suggestive of the prevailing picture of Barak's socio-economic environment with the entire country. Present-day Barak Valley is a three-district valley in the southern part of present-day Assam

The plain Geographically, the Barak Valley is separated from the Brahmaputra Valley by the Barail Attavibhukhand from the greater part of Assam. Manipur and Mizoram states are on the eastern side of the valley, Tripura is on the south, Bangladesh is on the west, and Meghalaya is on the northwest. Valley connected to the defendant by North Cachar District (modern Dimasao District) on the north. So naturally the political ups and downs of Assam involve the political and civil life of Parak with the entire country connected by a national road and railway through the neighbouring hill district of Upachar North and a national highway through the state of Meghalaya. All three Yoga Sutras descend on the mountain's cols, so natural calamities breaking the Eye Sutras are an annual occurrence for Boracay. On top of that, the turbulent environment of the state of Meghalaya when the roadblocks interrupted Barak's communication and after this the author tried to show the pain of this political and economic partition in several stories. The economy of Mithilesh Bhattacharya's stories is particularly noteworthy.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 270 - 277
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

মিথিলেশ তাঁর গল্পে মুখ্যত বরাকের প্রেক্ষাপটে আসামের আর্থ-সামাজিক পরিষদ অবলোকন করা যায়। বরাক উপত্যকার ঐতিহাসিক একটা পরিচিতি রয়েছে। বাংলা তথা আসামের নির্মাণ বিনির্মাণে বরাক উপত্যকা শ্রীভূমি বরাক উপতাকা মূলত বঙ্গীয় সমভূমির পূর্ব প্রান্তীয় সমভূমি। ঔপনিবেশিক যুগে আসাম প্রদেশ গঠনের সময় ১৮৭৪ সালে কাছার ও শ্রীহট্টকে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করে। দেশভাগের সময় সিলেট গণভোটের কূটনৈতিক ফলে সিলেটের খন্ডিত অংশ করিমগঞ্জ জেলা ভারতভুক্ত হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই অংশ বাঙালি অধ্যুষিত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙালি সংখ্যালঘু দেশভাগের উল্লেখযোগ্য চরিত্র বা প্রেক্ষাপটে ভূমিকা রাখে, কিন্তু বর্তমান শতকে ডি-ভোটার ও এন.আর.সির. প্রক্রিয়ায় মত হয়রানির যুগে গল্পে দেশভাগ ও নাগরিকত্ব গল্পের মুখ্য বিষয় হিসেবে নিয়ে কাহিনী নির্মাণ করে আসামের তরঙ্গতারিত বাঙালি জীবনকে তুলে ধরেছেন। গল্পগুলোর পর্যালোচনায় স্বাধীনতার ভারতের সাথে বরাক ও বরাকের বাঙালি আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন বর্ণিত হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে পূর্বদেশ-দ্বিতীয় ও অন্তীম পর্যায়ে প্রকাশিত পত্রিকা থেকে জানা যায় -

> "মিথিলেশ ভট্টাচার্য : লেখেন কম। কিন্তু প্রচন্ড শক্তিশালী। লেখার ভাব আমাদের ভেতর ভাবনা ছড়ায়। ভাবনা, কি করে এই সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবক্ষয় থেকে লোভ থেকে অন্ধকার থেকে আলোর দেখতে পাবো।"[১]

জন্ম ও বংশ পরিচয় : মিথিলেশ ভট্টাচার্য জন্ম ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম পুরোধা গল্পকারীর মতো তিনিও একজন। ১৯৬৭ সালে শিলচরের 'অনিশ' পত্রিকায় তার ছোটগল্প প্রথম প্রকাশিত হয়। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে আসাম ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের অজস্র ছোট পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য লেখা ছাপা হয়েছে। মৃদুস্বরে জলের মতো একা ঘুরে ঘুরে কথা কয় তার ছোটগল্প। এই দিরালাভ যেন মূলত নিজেরই আপন সত্তার সঙ্গে কখনো কখনো যা নিঃসর্গে লীন। তার গল্পে ভাষায় অতিরিক নেই, আছে সহজের লাবণ্য সৌন্দর্যের মধুরতা। ইতিপূর্বে কক্ষপথ নামে প্রথম ছোটগল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। চৈত্র প্রবনে তার দ্বিতীয় গল্প গ্রন্থ। তপোধীর ভট্টাচার্যের সঙ্গে তিনি শতক্রতু নামে বিখ্যাত সাহিত্যপত্র সম্পাদনা করেছেন ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত। দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে নবপর্যায়ে তা আবার বেরুতে শুরু করেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গল্প আন্দোলনে মিথিলেশ ভট্টাচার্যের গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের লিখন যোদ্ধা মিথিলেশ ভট্টাচার্য বরাক উপত্যকার ছোটগল্পের জগতের এক অনন্য প্রতিভা। পাশাপাশি শেখর দাস শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, অরিজিৎ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবনের এই গল্পকার ছোটগল্পকে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যমে বেছে নিয়েছেন। বরাক উপত্যকায় মূলত কবিতাকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনা সূত্রপাত হয়েছিল। তাই গল্প রচনার ইতিহাস এখানে খুব পুরনো নয় যেহেতু কবিতা রচনায় এই অঞ্চলে সাহিত্যিকদের মূল শক্তি ছিল সেজন্য গল্পকারদের অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল তাদের গল্পবিশ্বকে নিয়ে সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

মিথিলেশ ভট্টাচার্যের গল্পে প্রতিফলিত সমাজ ও অর্থনীতি : বাংলা সাহিত্য সমাজ ও অর্থনীতি নির্ভর অর্থনীতি সাহিত্যের মূল চাবিকাঠি। সাহিত্যের আলোচনায় প্রথমেই আসে সমাজ তারপর অর্থনীতি, অর্থনীতি বাদে বাকি যা - তা দেশভাগ, রাজনীতি, সংস্কৃতি শেষে লেখক এর অভিপ্রায় মননশীলতা। তাই আজ যাকে আলোচনা করব তার গল্পের প্রতিটি পাতায় পাতায় রয়েছে সমাজ-অর্থনীতির কথা, তিনি আর কেউ নন তিনি হলেন বিশিষ্ট গল্পকার তথা বরাক উপত্যকার রত্ন মিথিলেশ ভট্টাচার্য। উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছোটগল্পের লেখক বর্তমান আলোচনা সামাজিক ভাবে আসামের সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্প কেন্দ্রিক অনিবার্য ভাবে ফুটে উঠেছে সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি ও দেশভাগের উদ্বাস্তু সমস্যা যে জড়িত জনজীবনের জোয়ার। মিথিলেশ ভট্টাচার্য লেখক কম কিছু প্রচন্ড শক্তিশালী লেখার ভাব আমাদের ভেতর ভাবনা ছড়ায় ভাবনা কি করে এই সামাজিক এই নৈতিক এই রাজনৈতিক অবক্ষয় থেকে খুব খুব থেকে অন্ধকার অন্ধকার থেকে আলো দেখতে সর্বত্র সাহায্য করে।

'জগৎ পারাপারের তীরে' ১৯৭৩ গল্পে মিথিলেশ এক যুদ্ধের পটভূমিকায় মনুষ্য সৃষ্টি এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনজীবনে একদিকে মানুষের ক্ষোভ ক্রমাগত প্রতিযোগিতার লড়াই। ব্যক্তিক্রম উন্নতি অন্যদিকে প্রকৃতির স্নিগ্ধ মধুর সবুজ কমলতা এবং অন্যদিকে প্রকৃতির সুখ মানুষের বৈপরীত্য সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। মিথিলেশ ভট্টাচার্যের ইচ্ছা ছিল বিশাল জলের ঢেউ উঠুক পৃথিবী জুড়ে, তির বেগে ঝড় আসুক, সবকিছু ধুয়ে মুছে ছাপ সুতো হয়ে যাক, অন্ধকারের পারাপারি আলোর দিশা হয়ে দেখা দিক নতুন পৃথিবী নতুন জীবন নতুন মূল্যবোধ।

'কক্ষপথ', 'শিকার' শতক্রুত পত্রিকায় প্রকাশিত যুব জননের আশা নিরাশা হতাশার গ্লানি এবং প্রেমের গল্পে রূপান্তরিত হয়েছে মিথিলেশের দার্শনিক আদর্শ জীবন রীতি দৃষ্টিভঙ্গি কোন প্রতিফলিত ঘটনা বর্ণিত কাহিনী তুলে ধরতেন। আদর্শ জীবনধারী দৃষ্টিভঙ্গির কোন প্রতিফলিত ঘটেনি। ভালো লাগেনি শিকারের কাহিনী গল্পের একটি উক্তিতে বর্ণিত হয়েছে।

> "যদি কোনদিন খাঁটি ভালো বাসার দেখা পাও তাহলে জীবনের অন্য সব দিকে তুচ্ছ করতে ইতস্তত করো না।"[২]

মিথিলেশের সহবাস চৈত্র ১৩৮২ বঙ্গাব্দে গল্পে বিজন মনে মনে এক রোমান্টিক প্রেমের জন্য একটি কিশোরী কন্যার জন্য সে মানসিকভাবে বিকিয়ে দিয়েছে মনের কাছে। মিলন হয়নি গল্পের চমৎকার তাদের প্রেমকাহিনী নির্মাণ, প্রেম আলাপ ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার। শিউলি ধ্রুবতারা ও অভিনাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে আমাদের একটা জীবনবোধে উদ্দীপ্ত করতে চান এ ব্যাপারটা মিথিলেশের শুধু এ গল্পে নয় প্রায় সব গল্পেই ছড়িয়ে রয়েছে। অবিনাশী যে জীবন তা প্রেমরূপী এক ধ্রুবতারা কে লক্ষ্য করেই এগোতে চায় ভোরের শিউলির মত তাজা। যা জীবনের যৌবনেরই অপর নাম। এই প্রতি গল্পের মাঝে মাঝে প্রতীক ভেঙে বাস্তবকে ছুঁয়েছেন মিথিলেশ দুইয়ের মিলে এক অনাসাধিত বোধে উদ্দীপ্ত হই আমরা শব্দ ব্যবহারে চমৎকারিত্বের এক অভিনব নিদর্শন বরাক উপত্যকার কল্পকারীর মধ্য।

'গোপাল যখন বিচারক ও সময়' ১৯৮৪ গল্পে মধ্যবিত্ত কেরানি জীবনের আর্থিক দুর্দশা জীবনের ক্লান্তি হতাশাময় ডেকে যাওয়া জীবনের পরিস্থিতি অতিক্রমণের স্বপ্ন দেখে যায় গোপালের বিচারের গোপাল তার স্বপ্নে যদিও সত্যি বাস্তবতা নেই কিন্তু ভালো কিছুর স্বপ্ন যেন তারই তো করে গোপালকে মধ্যবিত্ত জীবনের গোপাল যেন বেঁচে থাকার খুঁজে পায়। সময় ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে গল্পে মিথিলেশ দুই প্রায় পৌর শিকদার ও চৌধুরীর গল্প জানিয়েছেন। যাদের প্রায় উত্তীর্ণ যৌবনেও নারীর প্রতি লোপ প্রবল দেশকে ও দেশের জনতা কে ও সরকারকে ঠকিয়ে ব্যক্তিগত লাভের জন্য মাদ্রাজের যাতায়াতের দুটো টিকিট নম্বর লাগে এল টি সি এর টাকা পাবার জন্য এমনকি শতকরা ত্রিশ টাকা ঘুষের বিনিময়েও আশ্চর্য এরাও আলোক পিপাসু –

> "মুগ্ধ চোখে ছোট আলোক বিন্দুর দিকে তাকায় চৌধুরী। সুন্দর আলো ছড়াচ্ছে। আর ভয় নেই। অন্ধকারে এ আলোকবিন্দু আর তীর্যক হবে। পথ দেখে হাঁটতে কোন অসুবিধা হবে না।"[৩]

'দৌড়' নবপর্যায় ১৯৮৭ গল্পে মিথিলেশ তুলে ধরেছেন রাজনৈতিক দের বড় বড় বাক্য ১৪ দফা কর্মসূচি ৪০ দফা হয়ে যায়। তবুও অসাধু কিছু মানুষের জন্য বাঁধ হয় না রাস্তায়। বন্যায় সবকিছু ভেসে যায় জিনিসপত্রের দাম বাড়ন্ত আকাশ শুয়ে সুরস সেট আরও মোটা হয় ভোটের রাজনীতি শুরু হয় অন্ধকার চারদিকে ঘনিভৃত হয় - রথীনভাবে 'অন্ধকার গভীর থেকে গভীরতর হবে - এর চে বেশি কি! 'তবুও এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায় রথীন। স্ত্রীকে একান্ত পেয়ে সে বলে -

> "আহা তোমরা সবাই বড় গেল গেল রব তোলা এ সবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চিন্তা ও তোমাদের মনে আসে না।"[৪]

কিন্তু কেউই এগিয়ে আসে না ফলে আর এক কুরুক্ষেত্র দেখতে পায় রথীন সেখানে দুঃখ জ্বালা-যন্ত্রণা ক্রোধ অসহায়তা সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে চায় গল্পটি ভীষণভাবে নাড়া দেয় আমাদের মনে মনকে প্রবোধ দিয়ে এগিয়ে চলে রথীন মত চরিত্রেরা আমরাও তার সঙ্গী কোথায় দৌড়ে পালাবো আমরা কোথায় রাবণের সিঁড়ি কোথায় স্বর্গের রথ স্বর্গের পথ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো কোথায় গিয়ে পৌঁছবে এই বেদনার কণ্ঠ।

মিথিলেশের গল্পে প্রতিফলিত রাজনীতি ও দেশভাগ : মিথিলেশ ভট্টাচার্য প্রতিফলিত রাজনীতি ও দেশভাগ একটি অনন্য নজির কেননা তার সে গল্পগুলিতে রাজনীতি রয়েছে তা খুবই সুনিপুণ দক্ষতায় কল্পকার ফুটিয়ে তুলেছেন। ইয়াসিন আমি এবং মৈত্রী সূত্র সাহিত্য নব পর্যায় ৮ জুলাই ১৯৮৯ সাল গল্পটি ভাব এবং ভাবনা প্রধান সংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের ভেতর দিয়ে দুটো বিশাল দেশের হৃদয়-রাশিয়া ও ভারত এক হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতপাত, রাজনীতি ভাবনা অর্থনৈতিক কাঠামো সামাজিক গঠন সবকিছুই আলাদা হয়েও আমরা এক অটুট মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হই। কিন্তু কি বিচিত্র। সেই আমরাই পারি না রিকশা চালক ইয়াসিন এর সাথে মিত্রতা গড়ে তুলতে। কারণ সে মুসলমান। ফলে চোখের সামনে সাতজনের সংসার টানতে টানতে শিরদাঁড়া বেঁকে যায় ইয়াসিনের। মধ্যবিত্ত জীবনের করুন কাহিনী চোখ ফেটে রক্ত চলে আসে। ইয়াসিন পায়ের তলায় একটু মাটি খোঁজে পায় না। ফলে রিক্সাচালক ইয়াসিন সব্জি বিক্রেতা হয়ে যায়। সবজি বিক্রেতা ইয়াসিন হয়ে যায় শুটকি বিক্রেতা এবং শুটকি বিক্রেতা ইয়াসিন অবশেষে চোর হয়ে যায়। আর আমরা টিভিতে রাশিয়ার মিত্রতা দেখি আপ্লুত হই আনন্দিত হই।

লেখক এর অস্বস্তি আমাদের ভেতরেও সঞ্চারিত হয়। এখানেই সার্থক গল্পকারীর কৃতিত্ব। মিথিলেশকে ভালো লাগে এই কারণে যে তিনি শুধু আমাদের অন্ধকার দিক দেখিয়েই দায়িত্ব শেষ করছেন না। সব সময়ই একটা ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়ে চলছেন এই অন্ধকার অতিক্রম করে আলোর দিকে এবং তা কখনো প্রচার সর্বস্ব নয় ভাষার ব্যবহার বিষয়ানুক। প্রতীক গল্পগুলোতে মিথিলেশ অসাধারণ যেমন তার চরিত্র সৃষ্টি তেমনি তার ভাষা ব্যবহার। এমন মজুমদার এবং ঝকঝকে শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার আসামের ছোটগল্পে কম দেখা যায় অভিধান গত অর্থকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে যায় তার ব্যঞ্জনা - যা মনস্ক পাঠককে অভিভূত করে। শুধু একটা কথা প্রতীক কখনোই গল্প নয় ওটা একটা ফর্ম হতে পারে। এই প্রতীকি তার কনটেন্ট এর সাথে আরেকটু বেশি সাহায্য সম্পন্ন হলে আমরা চমৎকৃত হতে পারি। মিথিলেশ বাবুর বেশিরভাগ গল্প উঠে এসেছে শহুরের নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক অবস্থা। তার গল্পের ভূমিকা সমকাল মূলত স্বাধীনতার দশক থেকে আবহমান পটভূমি। তার কিছু গল্পই রয়েছে সময় নামে যেমন দৌড় ৪০ সন ১৩৮১ অতএব তার গল্পে বর্ণিত সময় কালের পরিধি আছে তিনি গল্পচর্চায় মনোনিবেশ করেছেন স্বাধীনতার কালের অর্থ সামাজিক পরিবেশকে নিয়ে।

তাঁর গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবার বলতে তিনি দেখিয়েছেন শহুরের চাকরিজীবী পরিবারদের, এমন নিদর্শন মূলত গল্পে যেমন – 'কক্ষপথ', 'গোপাল যখন বিচারক', 'দৌড় ৪০', 'সৌরকলঙ্কে তার ছায়া', 'মুরালিধর' ইত্যাদি। তার গল্পে আর্থিক পরিমণ্ডলের প্রকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে। তার গত শতাব্দীর রচনাগুলোতে 'কক্ষপথ', 'চৈত্র পবনে' গল্প সংকলনের গল্পগুলোতে স্বাধীনতার কালে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটের সাথে বরাকের যে আর্থিক পরিস্থিতি তাকেই অবলোকন ও উপস্থাপন করেছেন গল্পগুলোতে গল্পকার। দেশভাগ উপদেশ ভাগীর যে করুন কাহিনী নিজের স্বচক্ষে প্রতিনিয়ত গল্পের বিষয় গড়ে তুলেছেন একজন দেশভাগের চোখে দেখা দেশভাগ করুন কাহিনী বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে।

তাঁর গল্পে যে গুলিতে দেশভাগের ছাপ সুস্পষ্ট – 'কক্ষপথ', 'চৈত্র ভবনে', 'গোপাল যখন বিচারক', 'দৌড় ৪০', 'সৌরকলঙ্ক তার ছায়া', 'মুরালিধর' ইত্যাদি স্বাধীনতার কালে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটের সাথে বরাকের যে আর্থিক পরিস্থিতি তাকেই অবলোকন ও উপস্থাপন করেছেন। একাধারে দ্রব্য মুদ্রা, স্মৃতি অন্যদিকে সীমিত রোজগার মধ্যবিত্ত জীবন পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করতে কিভাবে হিমশিম খেতে হয়েছে তার নিদর্শন রয়েছে। যেমন 'কক্ষপথ' গল্পে কথক মাসের শেষ দিকে রোগসজ্জায় থাকলেও ঔষধ নিতে পারছে না। 'গোপাল যখন বিচারক' গল্পে দেখি গোপাল অল্প আয়ের অবস্থায় অতিরক্ত খরচ না বাড়ানোর জন্য ফিতা ছেড়া চপ্পলকে সেলাই করে আরো কয়েক মাস চালিয়ে নিতে চেয়েছে। একদিকে আর্থিক দুরবস্থা অন্যদিকে গোপালের স্বল্প আয়, গোপালকে কৃপন করে তোলেছে। সে সময় পরিবেশ পরিস্থিতি যেন তাকে তৈরি করেছেন এরকমটা হতে।

'মুরালিধর' গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে মধ্যবিত্তদের জীবন যাপনের আর্থিক হিসেব-নিকাশ খুব সংযমের মধ্য করতে হয়। কথক বছরে একবার ঘরে চুন-কাম করার ভাবনা ভাবতে পারবে না। কম মজুরি মজুর খুঁজে কাজ চালান।

সন ১৯৮১ গল্পে বরাকের প্রয়োজনীয় বস্তু যেমন কেরোসিনের অভাব অন্যদিকে বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নির্দেশিত হয়েছে বন্যা প্লাবিত বরাক উপত্যকায় আর্থিক মন্দা নেমে এসেছিল তার উল্লেখ্য গল্পে দেখতে পাই।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 270 - 277
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'দৌড় ৪০' গল্পটিতে যেন স্বাধীনতার ৪০ বছরের এক সম্মুখ পর্যালোচনা গল্পটিতে বিচ্ছিন্ন সামাজিক বক্তব্যের স্বাধীনতার ৪০ বছরের প্রাপ্তি বিফলতা ও পরিকল্পনার কোলাজ তৈরি করা হয়েছে। গল্পে প্রথমেই ভাঙ্গার আতঙ্কিত চিত্রের ছবি পাই, দ্বিতীয়ত স্বাধীনতার চল্লিশ বছর উপলক্ষে নেতার ভাষণ। ভাষণের উল্লিখিত হয়েছে যেমন -

> "একটি নতুন দেশ নতুন জাতি গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে একদিন আমরা আপনাদের সামনে হাজির হয়েছিলাম।"[৫]
>
> "বন্ধুগণ ১৪ দফা কর্মসূচি যখন ৪০ দফায় নিয়ে এসেছি আমরা এই কর্মসূচির সার্থক রূপায়নের মাধ্যমিক দেশ অর্থনৈতিক স্বয়ম্বরতা লাভ করবে।"[৬]

উক্ত দুটি উদ্ধৃতি স্পষ্ট যে স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও প্রতিশ্রুতি যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীন ভারতের পথ চলা শুরু হয়েছিল, তা বাস্তবায়িত হয়নি। ৪০ বছর পরেও রাজ নেতাদের প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গনের ইতিহাস স্বপ্ন প্রলোভন দেখিয়ে তার বাস্তবিক না করা গল্পটিতে অর্থনৈতিক ও সাম্প্রতিক দুরবস্থার অভাব দেখানো হয়েছে। স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরেও সে দারিদ্র্য বিমোচন হয়নি। বিষয়টি স্পষ্ট করে দেখা যায়।

কর্কটক্রান্তি গল্পে ১৮৯৮ সনের আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি শিরোনাম উদ্ধৃতি হয় -

> "কিভাবে ভারতের দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব?"[৭]

তথ্যসূত্র দিয়ে সূচনা করেন গল্পকার গল্পটিতে এক নিম্নবিত্ত পরিবার অভাবের তাড়নায় কঠোর সংগ্রাম। শেষে সপরিবারের আত্মঘাতী হওয়ার এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির ছবি পাই। এই গল্পটিতে একদিকে অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য তিনি অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ঝড় বন্যা গড়া ইত্যাদিকে। অন্যদিকে মানুষের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে গল্পের চিহ্নিত করেছেন কর্কটক্রান্তি নাম দিয়ে।

> "দূর চল্লিশে স্বাধীনতার ৪০ বছরে দেশের অন্যতম বিপত্তি উল্লেখ করেছেন।"[৭]
>
> "বন্ধুগণ দেশ আজ গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে সন্ত্রাসবাদ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ধর্ম ও ভাষার বিবেক।"[৮]

সর্বভারতীয় স্তরে এই বিভেদের চূড়ান্ত ভয়াল ডাঙ্গা মৈত্রী সম্প্রীতি তলা নিতে থেকেছে তারাই প্রেক্ষিতে ও প্রভাবে শান্তির দ্বীপ বরাকের সামাজিক পরিবেশ যে অবনতি ঘটেছে তার ওই নিদর্শন স্বরূপ তিনি লিখেছেন - একটি অবাস্তব ঘটনার খসড়া চিত্র শেয়ালগুলো ইত্যাদি গল্প সাম্প্রদায়িক ও মানবিক অবক্ষয় প্রকাশ ধর্মী গল্পে শিল্পীর হস্তের মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। সামাজিক ও মানবিক অবক্ষয় বা দুর্যোগকে তিনি কত লোকিক বা অমানবিক হিংস্রতার প্রতীকে এঁকেছেন নারী অপহরণকারী দুষ্কৃতীদের রক্ত-মাংসের লোভী বুনো কুকুর বলেছেন সৌর কলঙ্কের তারা ছায়া গল্পে উন্নয়নের নামে প্রকৃতি ধ্বংসকে অজগর আখ্যা দিয়েছেন। অজগরটি আসছে তেড়ে গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবাজদের শেয়ালের প্রতীকে এঁকেছেন শিয়াল গুলো, গল্পে দাঙ্গাকে এঁকেছেন এক অতি লৌকিক টান রূপে একটি অবাস্তব ঘটনার খসড়া চিত্রগল্পে সর্বভারতীয় দানা বিরোধী সাম্প্রদায়িকতার নীতি প্রতিটি গল্পের পাতায় একটি অবাস্তব ঘটনার খসড়া চিত্র গল্পটিতে উল্লেখ করেছেন। গল্পটিতে রয়েছে অসাধারণ ও নান্দনিকতার চিত্র গল্পটি ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের দাঙ্গা পরিপ্রেক্ষিতে রচিত গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একটি অলৌকিক দানব বেশি শিলচর শহরের বুকে তাণ্ডব শুরু করেছিল।

মিথিলেশের গল্পে প্রতিফলিত সংস্কৃতি সমন্বয় : সাহিত্য আপন নবীর মত খেয়ালে চলে নিজের গতিকে সর্বদা ত্বরান্বিত করে এগিয়ে চলে বাংলা সাহিত্যে মিথিলেশের লেখা আসামের ছোটগল্পের পটভূমিকা যেন আপন বেগে পাঠক হৃদয়ে সমন্বয়ে তৈরি করেছে। সাম্প্রতিককালে আসাম বরাক উপত্যকার একজন প্রসিদ্ধ গল্পকার হলেন মিথিলেশ ভট্টাচার্য। আসামের বিপুল শরণার্থী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও সংস্কৃতির সুরক্ষার অভাব তুমুল রাজনৈতিক তথা হিংসা আন্দোলন সংগঠিত হয়। কেন্দ্র তথা রাজ্য সরকার তাদের আন্দোলনের দাবি মেনে নিয়েছে। দেশভাগের উর্ধ্বে যেন আরেক স্বতন্ত্র ধারার জন্ম দেয়। সংস্কৃতিক সমন্বয় যেন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য তার গল্পে রুপ পায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 270 - 277
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বহু বৈচিত্রের মধ্যে ভারতবর্ষ ঐক্যের সংস্কৃতিতে মহান প্রতিটি গল্পে ফুটে উঠেছে সংস্কৃতির মেলবন্ধন লেখকের সংস্কৃতির অস্তিত্ব আমাদের ভেতরে সঞ্চারিত করে। এখানেই তো সার্থক গল্পকারের কৃতিত্ব আমাদের। আমাদের ঘরের পাশের ঘরের ছেলে তিনি সবসময়ই যেন একটা সংস্কৃতির সমন্বয় সাধিত হয়েছে তার গল্পে। সর্বভারতীয় স্তরে বিভেদের চূড়ান্ত ভয়াল দন্তাঘাত একাগ্রতা। শান্তির দ্বীপ বরাকের সামাজিক পরিবেশ ও অগনিত ঘটনা ঘটে চলেছে, তারই নিদর্শন শুরু 'শান্তির দ্বীপ'গল্পটি তিনি লিখেছিলেন। সর্বভারতীয় বাংলা বিরোধী গল্পের ধারায় আসামের বিপুল শরণার্থী প্রয়োজনীয় স্থানীয় জনগোষ্ঠীরা আর্থিক সংস্কৃতিক সুরক্ষার অভাব তুমুল রাজনৈতিক তথা হিংস্র আন্দোলন সংগঠিত হয়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার তাদের আন্দোলনের মুখে তাদের দায় মানতে বাধ্য হয়। ১৯৮৫সনে অসম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বিদেশী মুক্ত করতে হবে সেই থেকে আসামি বিভিন্ন বিদেশী চিহ্নয়ন প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। ডাউট ফুল ফোটার প্রক্রিয়ায় যে ছিন্নমূল সমাজকে হয়রানি করা হচ্ছে। তার উল্লেখ পাই বর্জ্য পদার্থ ও ফকির চন্দ্রের ভিটেমাটি গল্পে। 'ফকিরচন্দ্রের ভিটেমাটি' গল্পে নির্দোষিত যে ডিপোটারের মতো প্রত্যেক ক্রিয়ার একজন নিম্নবিত্ত ও অল্প শিক্ষিত দুশ্চিন্ত ও হয়রান হয়, প্রথমত বুদ্ধির অভাব দ্বিতীয় পেলেও টাকার অভাব দি ভোটারের নামে যে ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আসামে তার এক আতঙ্কিত চিত্র এঁকেছেন আলোচ্য গল্পে -

> "দেশের জাহাল হয়েছে যাকে ইচ্ছে বাংলাদেশী নোটিশ ধরিয়ে দিচ্ছে ডিপোটার করে ডিটেনশন ক্যাম্পে ঠেলে দিচ্ছে তুমি বেশ ঘাবড়ে গেছ দেখছি… ঘাবড়ার চিকিৎসাবে তুমি জানো এই যে দূরগা বস্তির কাজ ছিল নবীন যাকে তুমিও চেনো ওর বাবা-মার সকলেই এদেশের মানুষ সে নিজেও জন্মেছে এই বস্তিতে ওদের নামে এমন কি ওর মা মরা বাবার নামেও বিদেশি নোটিশ এসেছে।"[৯]

ডি ভোটারের মত ত্রুটিপূর্ণ প্রতিক্রিয়ায় যে পরিমাণ ভুল নোটিশ এসে ন্যায্য নাগরিক কেউ হয়রানি করে ও তৎসঙ্গে সমগ্র বাঙালি সমাজকে আতঙ্কিত করে রেখেছে এসব নাগরিককিত চাচারের প্রতিক্রিয়া যখন আতঙ্ক চূড়ান্ত আত্মপরিচয় সংকট। প্রতিবাদ হীন অসহায় সত্য ভারতীয় সত্তা নিদ্রায় আর্তনাদ গড়ে উঠেছে -

> "মহারাজ আমরা এই দেশের আদি ও কৃত্রিম নাগরিক বর্তমান সরকার বাহাদুরের কাছে তা প্রমাণ করা বড় জরুরী হয়ে পড়েছে।"[১০]

'তর্পন বিধি' গল্পটির একটি শৈল্পিক ব্যঞ্জনা রয়েছে একাধারে রয়েছে ১৯-এর উল্লেখযোগ্য অপরাধের কিংসফোর্ড হত্যাকাণ্ডের চেষ্টা প্রক্রিয়া অন্যদিকে স্বাধীন উত্তর কালীর উপর অসমীয়া জাতীয়তাবাদের প্রতাপ। আসামে সংস্কৃতিক শোষণের প্রতিবাদে গর্জে ওঠা ঐতিহাসিক দিন ১৯শে মে অত্যন্ত স্বাধীনতার কালে উত্তর-পূর্ব ভারতে বাঙালি শোষণের এক চিহ্ন কিন্তু অপরাধে রয়েছে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে বাঙালির সাধনা। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীন দেশে হিন্দু বাঙালি গল্পে শরণার্থী জীবন ১৪ পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে ভূমিহীন হয়ে বাঁচতে হয়েছে ভিন্ন সাংস্কৃতির। ভাঙনের ইতিহাস ফুটে উঠেছে। শরণার্থীদের চাষের ভূমি ছিল না তাই অকৃষি জীবিকা গ্রহণ করতে হয়। সেই শূন্যহস্ত থেকে কঠিন আর্থিক ও সামাজিক সংগ্রাম করে ওঠা আসাম প্রদেশের মানুষেরা সংস্কৃতির মূলধারাকে বেছে নিয়েছে।

'হরণ বা নির্বাসন পর্ব' গল্পে তিনি আসামের ভয়ঙ্কর উগ্রপন্থী সমস্যার উল্লেখ করেছেন। উগ্রপন্থীদের আশ্রয় ভূমি পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ লেখক বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের উপর প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের দেশে উগ্রপন্থীদের আশ্রয় ভূমি। হরণ বা নির্বাসন পর্বে দেখানো হয়েছে -

> "আজও ঘরে ফেরেনি ২৪ অপহৃত জন। কবে ফিরবে বা আদৌ ফিরতে পারে কিনা তা লাখ টাকার প্রশ্ন!"[১১]

আসলে হরণ বা নির্বাসন মানুষের জীবন কে কীভাবে গ্রাম করে, তারই ছবি ফুটে উঠেছে উক্ত গল্পে।

উপসংহার : মিথিলেশ ভট্টাচার্য সমকাল ও সমাজ সচেতন শিল্পী। তিনি ছোটগল্প চর্চায় সমাজ ভাবনাকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছেন তার গল্পের মূল হাতিয়ার দেশ ভাগ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক তিনি অনেক গল্পে ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রের উল্লেখ করেছেন। যার রচনাগুলোর সমকালের ছবি তুলে রাখতেন তার গল্পের একটি

সমাচারখান পাওয়া যায় দৌড় ৪০ থেকে আবহমান গল্প অব্দি পর্যালোচনা করে সময় খন্ডের এক স্বাধীনতার কালকে পটভূমি করা হয়েছে দেশভাগ মুখরিত বিভাগ নির্ধারিত হয়ে ওঠেনি, স্বাধীনতার যুগে আর্থসামাজিক বিষয়ে গল্পে তিনি তার গল্পে স্বাধীনতার ভারতবর্ষের তথা ভারতের প্রেক্ষাপটে ষাটের দশকে সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখকের অস্বস্তি আমাদের ভেতরেও সঞ্চারিত হয়। এখানেই তো সার্থক গল্পকারের কৃতিত্ব। পূর্বদেশ দ্বিতীয় ও অন্তিম পর্যায়ে প্রকাশিত। যেমন -

> “মিথিলেশকে ভালো লাগে এই কারনে যে তিনি শুধু আমাদের অন্ধকার দিক দেখিয়েই দায়িত্ব শেষ করেছেন না। ...এমন ওজনদার এবং ঝকঝকে শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার আসামের ছোট গল্পে কম দেখা যায়।”[১২]

স্বাধীনতার কালি বিশেষত্ব ৮০-৯০ এর দশকে ভারতজুড়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ধর্মের নামে ভাঙ্গার নামে ভাষার নামে চলেছে অবমাননা যদিও পরাগ সমাজের সৌভাগ্যের বাতাবরণ শান্তির দিকে অশান্তি সৃষ্টিকারী শেয়ালের আগমন অজগরির মত পালানো প্রতিটি ব্যঞ্জনায় ভাষাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিপ্লববাদী মনস্ক চেতনায়। আসামের নাগরিকতা যাচাইয়ের নামে হয়রানি ছিন্নমূল সমাজকে আতঙ্কিত করে রেখেছে তাদের নাগরিক ভিক্ষার উপর তিনি আলোকপাত করেছেন তাদের ভারতীয় নাগরিত্বের প্রতি তিনি গল্পের চর্চা করেছেন ছিন্নপুল মানুষের জীবন নিয়ে চর্চা করেছেন। সমাজের মানবিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতি তিনি তীব্রভাবে সোচ্চার হয়েছেন। সমাজের শত্রুকে চিহ্নিত করেছেন বুনো কুকুর, অজগর, শেয়াল রূপে। তার ধারণা এর পেছনে কারণ হিসেবে রয়েছে বিগত হাজার বছরের পরাধীনতার গ্লানি সংগ্রামের শোক শোষিত শ্রেণী মানুষদের চাওয়া পাওয়া। উপত্যকার গল্পকার হিসেবে মিথিলেশ ভট্টাচার্য অবিস্মরণীয় একথা বলাই যায়।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, শিব, পূর্ব দেশ-দ্বিতীয় ও অন্তিম পর্যায়ে প্রকাশিত আসামের সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার, পৃ. ২
২. ভট্টাচার্য, মিথিলেশ, শ্রেষ্ঠ গল্প, চিন্তা প্রকাশনী, কোলকাতা ২০২২ চিন্তা গল্প সিরিজ ১০ ভুমিকা।
৩. তদেব, পৃ. ১৯
৪. তদেব, পৃ. ২৭
৫. তদেব, পৃ. ৩৫
৬. তদেব, পৃ. ৩৬
৭. তদেব, পৃ. ৩৭
৮. তদেব, পৃ. ৯৬
৯. তদেব, পৃ. ৯৮
১০. তদেব, পৃ. ৯৯
১১. তদেব, পৃ. ১৭৯
১২. ভট্টাচার্য, শিব, পূর্ব দেশ-দ্বিতীয় ও অন্তিম পর্যায়ে প্রকাশিত আসামের সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার, পৃ. ৫

Bibliography:

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

রায়, সব্যসাচী, অভিবাসন, নাগরিকতা ও আসাম, প্রাক উপনিবেশ কাল থেকে নাগরিকপঞ্জি নবায়ন, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, শিলচর; ২০২২ খ্রিঃ
দেশভাগ-দেশত্যাগ প্রসঙ্গ উত্তরপূর্ব ভারত, সম্পাদনা প্রসূন বর্মন, গাঙচিল, কলকাতা, ২০২৩ খ্রিঃ
দাঙ্গাবিরোধী গল্প, সম্পাদনা কমলেশ সেন, ন্যাশনেল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৭
শিকড়ের খোঁজে-প্রেক্ষিত বরাক-সুরমা, সম্পাদনা বিমলাংশু রায় ফাউন্ডেশন, শিলচর, ২০২১ খ্রিঃ
চট্টোপাধ্যায়, ডবানীপ্রসাদ, দেশবিভাগ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী, আনন্দ; কলকাতা, ২০১৩ খ্রিঃ

ভট্টাচার্য, বিজিৎকুমার, উত্তরপূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য, ১ম খন্ড, সাহিত্য প্রকাশনী, হাইলাকান্দি, ২০০২ খ্রিঃ
কৈরী, সনৎকুমার, কাছাড়ের ইতিবৃত্ত, পূজা পাবলিকেশন, শিলচর, ২০১৩ খ্রিঃ

সহায়ক পত্রিকা :

প্রবাহ; বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ২ : সম্পাদনা আশিষরঞ্জন নাথ, লালা, হাইলাকান্দি, ২০২২ খ্রিঃ
গল্পের উত্তরপূর্ব যাপনকথা, ৮ম সংখ্যা, সম্পাদক কান্তারভূষণ নন্দী, ২০২১ খ্রিঃ
সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময়; অসমের সাম্প্রতিক বাংলা গল্প : অশান্ত সময়ের দলিল; আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা পরিষদ; Access date-11/10/23; Time-00:49 লিংক-
http://www.bangabidya.org/wp-content/uploads/2015/02/14-Bangabidya.pdf
দে, নন্দন, মিথিলেশ ভট্টাচার্যের গল্পে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা, Journal Of Emerging Technology And Innovative Research; ISSN 2349 5162, Vol-9; Issue-4, April : 2022, Access Date 11/10/23, Time 1: 13 লিংক https://www.jetir.org/papers/JETIR220406
চক্রবর্তী, বিদ্যুৎ, ভাষা ও বুনোটের যুগলবন্দিতে বিন্যস্ত গল্প সংকলন মিথিলেশ ভট্টাচার্যের 'শ্রেষ্ঠ গল্প. Bidyutkotha.blog.Access Date 4/09/23; Time-8:45PM লিংক -
https://bidyutkotha.blogspot.com/2022/08/blog-post_8.html?m=1